

বিস্মিষ্টাধির রাহমানির রাহীম



প্রসপেক্টাস



আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদ্রাসা ফেনী

ফালাহিয়া লেন, ট্রাংক রোড, ফেনী- ৩৯০০

ফোন : ০৩৩১-৭৪৭৯৭, মোবাইল : ০১৭১১-১৪২৯৪২, ০১৭৩৫-৪২২৮৫৫



অভিভাবক ও ছাত্র সমাবেশে আগত প্রধান অতিথি মাননীয় পুলিশ সুপার জাহিদ হাসান ও ফেনী পৌরসভার মেয়র জনাব নজরুল ইসলাম স্বপন মিয়াজী কে ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন অধ্যক্ষ ও গভর্নিং বডির সভাপতি



অভিভাবক ও ছাত্র সমাবেশে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কালে মেহমান বৃন্দ



মহান আল্লাহ তায়া'লার লাখো শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তামাম দরুদ ও সালাম প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি, যিনি ওহী নির্ভর ইসলামি জ্ঞান শিক্ষাদান ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটা অসভ্য জাতিকে সভ্যতার ওজাদে পরিণত করেছিলেন। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এসব মহৎ হৃদয় ব্যক্তিদের যারা যুগে যুগে নিজেদের জীবন যৌবনের সকল চাওয়া পাওয়াকে ইলমে দ্বীনের চর্চা ও বাস্তবায়নে কোরবানি করে এর সিলসিলা আজও জারি রেখেছেন।

সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ আজ বিশ্বব্যাপী হাজারো সমস্যায় জর্জরিত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেকুলার শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিতরাই দুর্নীতি ও জুলুমবাজির সাথে জড়িত। আল্লাহর কাছে জবাবদিহীর অনুভূতি না থাকা এবং আল্লাহ প্রদত্ত ওহীভিত্তিক শিক্ষা থেকে দূরে সরে থাকাই এসব সমস্যার মূল কারণ। নব্বই শতাংশেরও বেশি মুসলিম অধ্যুষিত এ বাংলাদেশ আজ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে অনেক দূরে। নামমাত্র মাদ্রাসা শিক্ষা জাতির সামনে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে পেশ করতে সক্ষম হচ্ছে না। অথচ ভবিষ্যত বংশধরকে সত্যিকারের মুসলিম হিসেবে ও আদর্শ, দেশ প্রেমিক এবং আল্লাহভীরু মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প নেই। তাই ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা আজ সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি। সেই চাহিদা পূরণের জন্য সর্বাত্মক একদল যোগ্য, খোদাভীরু ও গবেষক আলেম গড়ে তোলা প্রয়োজন। সে ধরনের একদল হাক্কানী আলেম গড়ে তোলার লক্ষ্যেই ১৯৭৮ সালে ফেনী জেলার প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমান আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদ্রাসা ফেনী। এটি “আল্লামানে ফালাহিল মুসলেমীন” নামক ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত একটি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

বৃহত্তর নোয়াখালীর কয়েকজন স্থানীয় ও প্রবাসী ইসলামি চিন্তাবিদ, সমাজ হিতৈশী এবং বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির চিন্তার ফসল এ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মূল উদ্যোক্ত ছাড়াও যারা প্রাতঃস্মরণীয় তারা হলেন মরহুম সুলতান আহমদ শান্তি কোম্পানী সাহেব এবং তাঁর ভতিজা মরহুম আলহাজ্ব মাকছুদুর রহমান সাহেব। উনারা নিজেদের মূল্যবান জায়গা না দিলে এ প্রতিষ্ঠান মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না। আল্লাহ তাঁদের এ অবদানকে সাদাকাবে জারিয়া হিসেবে কবুল করে তাঁদের মাগফিরাতের জরিয়া বানিয়ে দিন। দাতা ও আজীবন সদস্য বর্তমান জিবির অন্যতম সদস্য সাবেক জিবি সভাপতি জনাব কে.বি.এম জাহাঙ্গীর আলম সাহেবও তাঁর মরহুম বাবার মত সুখে দুঃখে প্রতিষ্ঠানটিকে আগলে রেখেছেন। আরো যারা এ প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের সাথে মিশে থেকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন তাঁরা হলেন প্রফেসর হুমায়ুন কবির, আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইউনুস, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মোস্তফা, ড. মাওলানা আবদুর রহীম, অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল ফাতের, অধ্যক্ষ মাওলানা আবুল হাশেম, মরহুম নূরুল ইসলাম বি.এস-সি প্রমুখ। আল্লাহ তাঁদের জান্নাতবাসী করুন। আর যারা এখনও জীবিত আছেন তাঁদেরকে আল্লাহ তায়ালা হায়াতে ত্বাইয়্যেবাহ দিন। তাঁদের পরিবারগুলোকে রহমতের সামিয়ানায় আশ্রয় দিন। আমীন।

প্রথম দিকে একটি এতিমখানা আকারে চালু হলেও বর্তমানে কামিল মাদ্রাসা, স্বতন্ত্র মহিলা ক্যাম্পাস, ইসলামিয়া ইয়াতিমখানা ও হেফজখানার সমন্বয়ে মহীরুহে পরিণত হয়েছে

অত্র দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

২০০৬ থেকে ধারাবাহিকভাবে ১০ বছর দাখিল কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় ফলাফলের দিক থেকে ফালাহিয়া জাতীয় পর্যায়ে টপ টেন/ টপ টুয়েন্টি প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে (২০১৬ থেকে সরকার এ ধরনের টপ টেন ও টপ টুয়েন্টি ব্যাংকিং সিস্টেম বন্ধ করে দেয়)। ২০১৪ ও ২০১৬ সালে অত্র মাদরাসা দাখিল পর্যায়ে ভাল ফলাফল করায় সেকেন্ডারী এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড একসেস এনহেন্সম্যান্ট প্রজেক্ট (SEQAEP) কর্তৃক পুরস্কৃত হয় ও সনদ লাভ করে। এর আগেও অত্র মাদরাসা জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল। এ প্রতিষ্ঠানের সাবেক ছাত্ররা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন, শিক্ষকতা করে যাচ্ছে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, ব্যারিস্টার, আলেমে দ্বীন হিসেবে বিসিএস ক্যাডারে টিকে, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অনেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে মাদরাসার সুনাম সুখ্যাতি বৃদ্ধি করে চলেছেন। মাদরাসা পরিচালনা পরিষদ ও সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম, এলাকার দ্বীন দরদী মানুষের সার্বিক সহযোগিতায় এবং জনপ্রতিনিধিদের কার্যকর ভূমিকায় অত্র প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর আরো সফলতার স্বপ্নশিখরে পৌঁছতে সক্ষম হবে এটা আমাদের একান্ত প্রত্যাশা ও বিশ্বাস।

আমাদের এ প্রত্যাশা কতটুকু বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে তা বিচার বিবেচনার দায়িত্ব সচেতন অভিভাবক, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও দ্বীনদরদী সুধীবৃন্দের কাছে পেশ করে আমরা অত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কর্মসূচী, বিগত দিনের ফলাফল, উজ্জ্বল ভূমিকা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উপস্থাপন করছি।

পরিচিতি :

নাম	: আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদরাসা ফেনী।
প্রতিষ্ঠাকাল	: ১৯৭৮ইং
ঠিকানা	: ফালাহিয়া লেন, শান্তি কোম্পানী রোড ফেনী পৌরসভা, ফেনী- ৩৯০০।
ফোন	: ০৩৩১-৭৪৭৯৭।
মাদরাসার মোবাইল নম্বর	: ০১৩০৯-১০৬৬২৯
অধ্যক্ষের মোবাইল নম্বর	: ০১৭১১-১৪২৯৪২
Website	: falahiafeni.edu.bd

অবস্থান :

রাজধানী ঢাকা আর বন্দর নগরী চট্টগ্রামের সংযোগস্থলে উল্লিখিত ঠিকানায় ফেনী শহরের প্রাণকেন্দ্রে মনোরম পরিবেশে এক একর জায়গার উপর বর্তমান মাদরাসাখানা অবস্থিত। শহর থেকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যাওয়ার পথে ট্রাংক রোডের পশ্চিম পাশে এর অবস্থান। ফেনী শহরের যে কোন স্থান থেকে রিক্সা, সিএনজিসহ যে কোন যানবাহন যোগে অনায়াসে যাতায়াত করা যায় অত্র প্রতিষ্ঠানে।

অবকাঠামোগত অবস্থান :

একটি ছয়তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন, একটি তিনতলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন, একটি ছয়তলা বিশিষ্ট আনাসিক কাম একাডেমিক ও মসজিদ কমপ্লেক্স এবং পূর্ব পাশে সরকারী অনুদানে নির্মিত (৬ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট) এক তলা একাডেমিক ভবন মিলে এ প্রতিষ্ঠানের ব্যাপ্তি। একাডেমিক ভবনের চার থেকে ছয় তলায় মহিলা শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে পর্দাসহ মহিলা শাখার কার্যক্রম চলছে। নতুন ভবন নির্মাণ শেষ হলে তাতে একটি আন্তর্জাতিক মানের অন-লাইন ও অফ-লাইন গ্রন্থাগার, ডিজিটাল ল্যাব, সুপরিসর বিজ্ঞান ল্যাবসহ অনার্স ভবন হিসেবে কাজে লাগানো হবে ইনশা-আল্লাহ।

আমাদের উদ্বেগযোগ্য বৈশিষ্ট্যাবলী :

বাংলাদেশে গতানুগতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু সৎ, যোগ্য, সচেতন ও আদর্শ নাগরিক তৈরির উপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। দেশ ও জাতির জনজিল্গে প্রয়োজন দেশ পরিচালনার জন্য সুযোগ্য নাগরিক। আদর্শ, চরিত্রবান, সচেতন, যোগ্য নাগরিক ও দেশ প্রেমিক আলেমে দ্বীন তৈরির লক্ষ্যেই আমাদের এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম। এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে আমরা শিক্ষার্থীদেরকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুধাবন করাতে চাই:-

- ক) প্রকৃত মুসলমান হিসেবে জীবন গড়তে সহায়তা দান।
- খ) দায়িত্বানুভূতি ও নৈতিকতা বুঝানো।
- গ) কর্তব্য পরায়ণ, কর্মঠ ও নিষ্ঠাবান হিসেবে গড়ে তোলা।
- ঘ) দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতার বিকাশ সাধন করা।
- ঙ) পারস্পরিক সু-সম্পর্ক রক্ষা, সহনশীলতা, ভালবাসা ও দেশপ্রেম শিক্ষাদান।
- চ) আত্মত্যাগের মাধ্যমে সমাজসেবা ও আদর্শ সমাজ গঠনে অনুপ্রেরণা দান।
- ছ) আত্ম-পরিচিতি, আত্ম-সম্মানবোধ, স্বাবলম্বী ও জনসেবার প্রেরণা জাগিয়ে তোলা।
- জ) প্রান্তিক চিন্তা, হটকারী মানসিকতা ও প্রান্তিক চিন্তার কুফল তুলে ধরে মধ্যপন্থী চিন্তাধারার লালনে উদ্বুদ্ধকরণ।
- ঝ) ছোটদের প্রতি মমত্ববোধ, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং সকলের প্রতি দায়িত্বশীল মানসিকতার বিকাশ সাধন।
- ঞ) প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে চ্যালেঞ্জিং ক্যারিয়ার গঠনে প্রণোদনা দান ও প্রয়োজনীয় গাইডলাইন প্রদান করা।
- ট) যাবতীয় কুসংস্কার ও সামাজিক অনাচারের ব্যাপারে সচেতন করা ও সেগুলো থেকে বেচে থাকার মনোবৃত্তি গড়ে তোলা।
- ঠ) আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মনোবৃত্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা, গণিত মেলা ও প্রতিযোগিতা ইত্যাদির আয়োজন করে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে পরিচিত করে তোলা ও অনুপ্রেরণা যোগানো।

শ্রেণিভিত্তিক বয়স ও আসন সংখ্যা :

শ্রেণি	বয়স	আসন (প্রতি শাখায়)
নূরানী শিশু (প্রে)	০৪+	: ৫০
নূরানী নাসরী শ্রেণি	০৫+	: ৫০
নূরানী ১ম শ্রেণি	০৬+	: ৫০
নূরানী ২য় শ্রেণি	০৭+	: ৫০
ইবতেদায়ী ৩য় শ্রেণি	০৮+	: ৬০
ইবতেদায়ী ৪র্থ শ্রেণি	০৯+	: ৬০
ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণি	১০+	: ৬০
দাখিল ৬ষ্ঠ শ্রেণি	১১+	: ৬০
দাখিল ৭ম শ্রেণি	১২+	: ৬০
দাখিল ৮ম শ্রেণি	১৩+	: ৬০
দাখিল ৯ম শ্রেণি	১৪+	: ৭০
দাখিল ১০ শ্রেণি	১৫+	: ৭০

ইবতেদায়ী শাখায় সকল শ্রেণিতে ছাত্র ও ছাত্রী আলাদা সেকশান চালু আছে। ছাত্র শাখায় দাখিল ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে 'ক', 'খ' ও 'গ' ৩টি সেকশান, ৭ম ও ৮ম শ্রেণিতে 'ক' ও 'খ' ২টি করে সেকশান এবং দাখিল ৯ম ও ১০ম শ্রেণিতে সাধারণ ও বিজ্ঞান আলাদা সেকশান চালু আছে। ছাত্রী শাখায় ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম প্রত্যেক শ্রেণিতে ২টি করে সেকশান এবং দাখিল ৯ম ও ১০ম শ্রেণিতে সাধারণ ও বিজ্ঞান বিভাগ চালু আছে।

আলিম সাধারণ : ছাত্র ২০০, ছাত্রী ২০০, বিজ্ঞান (ছাত্র-ছাত্রী) ১০০ টি আসন। তিন সেকশানে আসন সংখ্যা সর্বমোট : ৫০০টি।

ফাযিল : ১ম, ২য়, ৩য় প্রতি শ্রেণিতে আসন ২০০ টি করে।

কামিল হাদীস : বিভাগে ২০০ আসন এবং ফিক্‌হ বিভাগে ১০০ টি আসন আছে।

ভর্তির নিয়মাবলী :

শিশু শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণিতে বছরের শুরুতে এবং আলিম, ফাজিল ও কামিল শ্রেণিতে শিক্ষাবর্ষের শুরুতে পত্র পত্রিকা, নোটিশ বোর্ড ও মাদরাসার নিজস্ব ফেইসবুক পেইজ ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। সীমিত সংখ্যক আসনে প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে সেশনের প্রারম্ভেই ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। কোন শ্রেণিতে আসন খালি হলে অনুরূপভাবে ভর্তি করা হয়।

- ❖ সাধারণত: শিশু শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণিতে ৩১ জানুয়ারির পর ভর্তি করা হয় না।
- ❖ ৯ম বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হওয়ার জন্য ৮ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি বিষয়ে কমপক্ষে ৬০% মার্কস পাওয়া শর্ত।
- ❖ ১০ম শ্রেণিতে বোর্ডের অনুমতি ছাড়া ভর্তি করা হয় না।

প্রসপেকটাস

- ❖ আলিম : সরকারের ভর্তি নীতি ও বোর্ডের সার্কুলারের আলোকে অন-লাইনে আবেদনের মাধ্যমে ভর্তি করা হয়। GPA 2.00 এর চাইতে কম প্রাপ্তদের ভর্তি করা হয় না।
- ❖ ফায়িল ও কামিল শ্রেণিতে : ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্কুলারের আলোকে।
- ❖ ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর মাদ্রাসা অফিস থেকে ২০০/- টাকার বিনিময়ে ভর্তি ফরম, ভর্তি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুন ও প্রসপেকটাস সরবরাহ করা যায়।

অন-লাইনে আবেদনের নিয়মাবলী :

১. falahiafeni.edu.bd ওয়েবসাইটে লগইন করে ম্যানু বারের admission ম্যানু থেকে Online admission এ আবেদন ফরম পাওয়া যায়।
২. প্রসপেকটাস ও ভর্তির নিয়মাবলী মাদ্রাসার ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায়।
৩. বাংলা লিখার জন্য বিজয় ইউনিকোড বা অভ্র কী-বোর্ড ব্যবহার করতে হয়।
৪. ফরম পূরণকালে সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জন্ম নিবন্ধন সনদের অন-লাইন কপি দরকার হয়।
৫. ফরম পূরণ শেষে প্রিন্ট কপি ২০০/- টাকাসহ অফিসে জমা দিয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হয়।
৬. প্রবেশপত্রে প্রদত্ত রোল নম্বরটি ভর্তি কার্যক্রমের জন্য দরকার হয়। তাই ভর্তির সময় প্রবেশপত্র আনতে হয়।
৭. যাদের অনলাইনে আবেদনের সুবিধা নেই তারা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মাদ্রাসা অফিসে এসে আবেদনের সেবা গ্রহণ করতে পারে।
৮. পূরণকৃত ফরম বা অন-লাইন আবেদন কপি জমা দেয়ার সময় যা সংযোগ করতে হবে :
 - ক) জন্ম নিবন্ধন সনদের অন-লাইন কপির ফটোকপি।
 - খ) নবম শ্রেণির জন্য ৮ম শ্রেণিতে রেজিষ্ট্রেশন কার্ডের ফটোকপি।
 - গ) ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের সদ্য তোলা রঙিন ছবি (ছাত্রদের টুপিসহ এবং ছাত্রীদের হিজাব পরিহিত তবে মুখ খোলা)।
 - ঘ) অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশংসা পত্র/টি.সি বা বদলী সনদ।

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়সমূহ :

- ❖ শিশু শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত তাত্ক্ষণিক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা এবং শারীরিক, মানসিক যোগ্যতা ও বয়স বিবেচনা করে ভর্তি করা হয়।

❖ ৪র্থ শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষার বিষয় ভিত্তিক নম্বর নিম্নরূপ:-

লিখিত	৪র্থ - ৫ম শ্রেণি	৬ষ্ঠ - ৯ম শ্রেণি
আরবি / আরবি ১ম -	২০	১০
আরবি ২য় -	০০	১০
বাংলা -	১০	১০
ইংরেজি -	১০	১০
গণিত -	১০	১০
সাধারণ জ্ঞান -	১০	১০
মৌখিক -	১৫	১৫
সর্বমোট -	৭৫	৭৫

- ☐ ট্রেকিং নম্বরটিই লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্রে রোল নম্বর হিসেবে ব্যবহার করতে হয়।
- ☐ যে শ্রেণিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক সে শ্রেণির জন্য নির্ধারিত প্রশ্ন দিয়ে শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হয়।
- ☐ শিক্ষার্থীর ভর্তিচলু শ্রেণির আগের শ্রেণির বই থেকে প্রশ্ন করা হয়।
- ☐ সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে ৪র্থ-৮ম শ্রেণির জন্য বিজ্ঞান বই থেকে ৫ এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়/ ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বই থেকে ৫ নম্বরের প্রশ্ন করা হয়।
- ☐ ৯ম সাধারণ বিভাগের জন্য ৮ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় থেকে ১০ নম্বরের প্রশ্ন করা হয়।
- ☐ ৯ম বিজ্ঞান বিভাগের জন্য ৮ম শ্রেণির বিজ্ঞান বই থেকে ১০ নম্বরের প্রশ্ন করা হয়।

মৌখিক পরীক্ষা :

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের SMS এর মাধ্যমে ফলাফল জানিয়ে দেয়া হয়। ওয়েবসাইট থেকে লগইন করে নিজের ট্রেকিং নম্বর দিয়ে ফলাফল জানা যায়। পরে নির্ধারিত তারিখে মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ভর্তির জন্য চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়। মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করলে লিখিত পরীক্ষায় পাশ করার পরও ভর্তি করা হয় না। নির্বাচিত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় ফি জমা দিয়ে ভর্তি হয়ে বই সংগ্রহ করে পরের দিন থেকে নির্ধারিত সময়ে ও রুটিনে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে হয়।

সেশন চার্জ :

শ্রেণি	সাধারণ	বিজ্ঞান	ভর্তি ফি
ক) শিশু শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি	১,৫০০/-	---	৫০০/-
খ) ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি	১,৬০০/-	---	৫০০/-
গ) ৯ম ও ১০ম শ্রেণি	১,৬০০/-	২,১০০/-	৫০০/-
ঘ) আলিম ১ম বর্ষ ও ২য় বর্ষ	১,৬০০/-	২,০০০/-	৪০০/-
ঙ) ফাযিল ও কামিল শ্রেণি	১,৬০০/-	---	৫০০/-

প্রসপেকটাস

- সেশন চার্জ প্রতি শিক্ষাবর্ষের প্রারম্ভেই পরিশোধ করতে হয়।
- আলিম ২য় বর্ষে কোন ভর্তি ফি নেই।
- ফায়িল ও কামিল শ্রেণির জন্য প্রতিবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত ভর্তি ফি দিতে হবে।
- কোন শিক্ষার্থী মাসে ৫ দিনের বেশী অনুপস্থিত থাকলে/ ৩ দিন আংশিক ক্লাস করে পলায়ন করলে তার নাম কাটা হয়। অভিভাবকের আবেদনের ফলে তা অনুমোদন সাপেক্ষে ভর্তি ফির সমপরিমাণ পূর্ণ ভর্তি ফি দিয়ে ভর্তি হতে হয়।

মাসিক বেতনের হার নিম্নরূপ:

- ❖ শিশু থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত (মাসিক) ৪৫০/-
- ❖ ৬ষ্ঠ থেকে কামিল শ্রেণি (মাসিক) ৫০০/-
- ❖ প্রতি ইংরেজী মাসের ২য় সপ্তাহের রবিবার, সোমবার ও মঙ্গলবার ইবতেদায়ী শাখার শিক্ষার্থীদের বেতন পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ।
- ❖ প্রতি ইংরেজী মাসের ২য় সপ্তাহের বুধবার ও বৃহস্পতিবার এবং ৩য় সপ্তাহের রবিবার দাখিল শাখার শিক্ষার্থীদের বেতন পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ।
- ❖ প্রতি ইংরেজী মাসের ৩য় সপ্তাহের সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার আলিম, ফায়িল ও কামিল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বেতন পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ।

পরীক্ষা ফি :

সাময়িক/ বার্ষিক পরীক্ষার ফি :

- ❖ শিশু, নার্সারী, ১ম ও ২য় শ্রেণি : ৩০০/-
- ❖ ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণি : ৪০০/-
- ❖ ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও শ্রেণি : ৫০০/-
- ❖ আলিম ১ম ও ২য় বর্ষ : ৬০০/-
- ❖ ফাজিল ১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষ : ৩০০/-
- ❖ কামিল শ্রেণি : ৩০০/-

মধ্যপর্ব পরীক্ষার ফি :

- ইবতেদায়ী শাখা : ২০০/-
- দাখিল ও আলিম শাখা : ৩০০/-
- কামিল ১ম ও ২য় এসাইনম্যান্ট ফি : ১০০/-

ইউনিফর্ম :

- ১। শিশু থেকে ১০ম শ্রেণির ছাত্রদের জন্য : সাদা পায়জামা, সাদা কল্লিদার পাঞ্জাবি/এরাবিয়ান জুকা, সাদা টুপি, সাদা জুতা ও মোজা বাধ্যতামূলক।
- ২। আলিম ১ম বর্ষ থেকে কামিল শ্রেণির ছাত্রদের জন্য : সাদা পায়জামা, সাদা কল্লিদার পাঞ্জাবি/এরাবিয়ান জুকা, সাদা টুপি বাধ্যতামূলক।
- ৩। শিশু থেকে ৫ম শ্রেণির ছাত্রীদের জন্য : সাদা সেলোয়ার, সাদা ফ্রক ও সাদা স্কার্ফ

বাধ্যতামূলক।

৪। ৬ষ্ঠ থেকে তদুর্ধ্ব শ্রেণির ছাত্রীদের জন্য : কালো বোরকা বাধ্যতামূলক।

বিঃ দ্র:- সকল শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত ইউনিফর্মসহ শ্রেণি কার্যক্রমে অংশ নিতে হয়। ড্রেস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষার বিষয়বস্তু ও সিলেবাস :

ক) প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে তিনটি ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়। তা হচ্ছে বাংলা, আরবি ও ইংরেজি।

খ) প্রত্যেক শ্রেণির জন্য বোর্ডের কারিকুলামের আলোকে নির্ধারিত সিলেবাস আছে। যা সেশনের শুরুতে আলাদাভাবে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে প্রদান করা হয়।

একাডেমিক ক্যালেন্ডার :

বছরের শুরুতে একটি পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করে একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়। মধ্যপর্ব পরীক্ষাসহ সকল পরীক্ষা, সাংস্কৃতিক সপ্তাহ পালন, দিবস উদযাপন, অভিভাবক সমাবেশ ও সারা বছরের যাবতীয় কার্যক্রমের একটি সুনির্দিষ্ট দিন ও তারিখ এ ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়। ফলে ছাত্র-অভিভাবক সকলেই মাদ্রাসার যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে পূর্বেই ধারণা লাভ করতে পারেন। ছাত্ররা-ছাত্রীরাও পরিকল্পিত ভাবে লেখাপড়ার সুযোগ পায়।

মান্টিমিডিয়ার ব্যবহার :

প্রতিযোগিতামূলক প্রযুক্তিগত বিশ্বে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সাথে আমাদের কচি-কাঁচা ছাত্র-ছাত্রীকে পরিচয় করানোর লক্ষ্যে ২০০২ইং থেকে পাঠ্য বিষয় হিসেবে আইসিটি বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। এ জন্য ১৫টি কম্পিউটারের সমন্বয়ে সুপারিসর ল্যাব রয়েছে। নতুন একাডেমিক ভবনের কাজ শেষ হলে এ ল্যাবের পরিসর আরো বড় ও আধুনিক করা হবে এবং একটি স্থায়ী মান্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু করা হবে। তবে বর্তমানে দু'টি প্রজেক্টর ও দু'টি ল্যাপটপ ব্যবহার করে ডিজিটাল কন্টেন্টের মাধ্যমে পাঠদানের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। আমাদের ৬জন আইসিটি এক্সপার্ট শিক্ষক আছেন। এদের কেউ কেউ জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত হয়েছেন।

নিজস্ব কাস্টমাইজ সফটওয়্যার এর ব্যবহার :

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে আমরা নিজস্ব ওয়েবসাইট ও কাস্টমাইজ সফটওয়্যার তৈরি করেছি। যার মাধ্যমে দৈনন্দিন উপস্থিতি রেকর্ড, ফলাফল তৈরি, আয়-ব্যয় হিসাব সংরক্ষণ, অটো টেস্টিমনিয়াল প্রদান, ভর্তি কার্যক্রমসহ বহুবিদ কাজ স্বল্প সময়ে সুসম্পন্ন করা হচ্ছে। একজন শিক্ষার্থী বা তার অভিভাবক চাইলে ঘরে বসে বা প্রবাস থেকে মাদ্রাসা ওয়েবসাইটে প্রদত্ত স্টুডেন্ট পোর্টালে ঢুকে স্টুডেন্ট আইডি ও 123 পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর উপস্থিতি, পলায়ন, দেরিতে উপস্থিতি পাওনাদি, অতীতে পাওনা পরিশোধের রেকর্ড এবং পরীক্ষার ফলাফল দেখতে পারেন।

২০১৬ সাল থেকে আমরা প্রতিবছর শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরপরই নিজস্ব সফটওয়্যার দিয়ে স্টুডেন্ট আইডি কার্ড দিচ্ছি। বিভিন্ন সময়ে সফটওয়্যার ব্যবহার করে এসএমএস এর মাধ্যমে অভিভাবকদেরকে নানা বিষয়ে অবহিত করছি। ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল এসএমএস ও লগইন এর মাধ্যমে জানানোর ও জানার ব্যবস্থা রেখেছি। ভবিষ্যতে ডিজিটাল আইডি কার্ড, অটো এটেন্ডেন্স, এসএমএস এর মাধ্যমে উপস্থিতি ও মাদরাসা ত্যাগের রিপোর্ট প্রতিদিন অভিভাবককে জানানোর পদক্ষেপ নেয়া হবে। আরো নতুন নতুন সেবা এ সফটওয়্যারে সংযোজন করা হচ্ছে। ২০২২ সাল থেকে সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সকল শ্রেণি কার্যক্রম ও একটিভিটি মনিটরিং করা হচ্ছে।



সফটওয়্যারটি উদ্বোধন করেন
তৎকালীন ফেনীর মাননীয় জেলা প্রশাসক
জনাব মানোজ কুমার রায়
সে সময়কার মাদরাসা গভর্নিং বডির
সম্মানিত সভাপতি
জনাব কে. বি. এম জাহাঙ্গীর আলম
ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

কামিল হাদিস ও ফিক্হ বিভাগ :

বর্তমানে মাদরাসাটি ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। এখানে ফাযিল বি.এ এবং কামিল এম.এ শ্রেণীতে হাদিস ও ফিক্হ বিভাগ চালু আছে। ফাযিল শ্রেণীতে অনার্স কোর্স চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

বিজ্ঞান বিভাগ :

দাখিল পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগ চালু হয় ১৯৯৪ইং সালে। ২০০১ইং থেকে আলিম শ্রেণীতেও বিজ্ঞান চালু করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেলে ফাযিল শ্রেণীতে বি.এস-সি চালু করা হবে ইনশা-আল্লাহ। আমাদের বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায় প্রতিবছরই মেডিকেলে চান্স পাওয়ার গৌরব অর্জন করে চলেছে। বিজ্ঞান মনস্ক একটি প্রজন্ম তৈরি ও বিজ্ঞান শিক্ষায় প্রণোদনা দেয়ার লক্ষ্যে অত্র মাদরাসা ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলার আয়োজন করে। 'গণিতের ভয় করব জয়, দেশ জাতি বিশ্বসভায় এগুবে নিশ্চয়' শ্লোগান দিয়ে ২০১৮ সালে এপ্রিল মাসে ২দিন ব্যাপী গণিত মেলার আয়োজন করা হয়। মাননীয় জেলা প্রশাসক মনোজ কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পি.কে. এনামুল করিম, ফেনী ইউনিভার্সিটির ভিসি জনাব প্রফেসর আলা উদ্দিন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: মামুনসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ হাজির ছিলেন ও শিক্ষার্থীদের উপস্থাপিত প্রজেক্ট পরিদর্শন শেষে বক্তৃতায় ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং পরিদর্শন বইতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত উপস্থাপন করেন। করোনাকালীন সময়ে এসব কার্যক্রম বন্ধ ছিল। আবারও ব্যাপকভিত্তিক নতুন

নূরাণী বিভাগ :

মাদরাসার শিক্ষার্থীদেরকে ছোট বেলা থেকে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষাদান, সুন্দর হস্তাক্ষর শিখানো, প্রয়োজনীয় আদইয়ায়ে মাসনুনা, মাসআলা-মাসায়েল শিখানোর লক্ষ্যে ২০১৭ সালে নূরাণী বিভাগ চালু করা হয়। শিশু থেকে ২য় শ্রেণির নূরাণী বিভাগে প্রায় চার শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে। নূরাণী বিভাগে বর্তমানে ৮ জন দক্ষ নূরাণী শিক্ষক কর্মরত আছেন।

হিফজুল কুরআন বিভাগ :

এ মাদরাসার জন্মলগ্ন থেকে একটি সংযুক্ত হিফজুল কুরআন মাদরাসা চালু ছিল। পরে মরহুম আলহাজ্ব শফিকুর রহমান হিফজুল কুরআন মাদরাসা নামে আলাদা ভবনে স্থানান্তরিত হয়। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে তা গত কয়েক বছর বন্ধ ছিল। ২০২১ সালের শেষ দিকে মূল ক্যাম্পাসে শ্রেণি কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করে পুনরায় তা চালু করার ব্যাপারে ট্রাস্ট নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ২০২২ সালে ইসলামিয়া এতিমখানা ও হিফজুল কুরআন মাদরাসার জন্য নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়। মরহুম শান্তি কোম্পানী সাহেবের ছোট ছেলে জনাব শাহজাহান সাজু সাহেবের নেতৃত্বে একটি মজবুত পরিচালনা কমিটির ব্যবস্থাপনায় হিফজ বিভাগের কার্যক্রম পুনরায় চালু হয়েছে। হিফজখানার ছাত্রদেরকে সিলেবাস নির্ধারণ করে দিয়ে পাঠদান এবং সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার ব্যবস্থা, তাদের যাবতীয় কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য দৈনিক ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া, হিফজ বিভাগে বাংলা, ইংরেজী ও গণিতসহ পাঠ দানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যাতে একজন ছাত্র অল্প সময়ে হিফজ শেষ করার পাশাপাশি পবিত্র কুরআন বুঝার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। আবার মাদরাসার বিভিন্ন শ্রেণিতে পরীক্ষায় অংশ নেয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে এবং সত্যিকারের আলেমে দ্বীন হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে।

স্কাউটিং :

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অত্র মাদরাসায় কাব স্কাউট, বয় স্কাউট ও রোভার স্কাউট এর কার্যক্রম চালু আছে। বর্তমানে উভয় গ্রুপের ৫টি উপদল আছে। উপজেলা ও জেলার বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে আমাদের স্কাউট দল প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত আছে।



বিজ্ঞান মেলায় আগত অতিথিবৃন্দকে গার্ড অব অনার দিচ্ছে ফালাহিয়ার চৌকস স্কাউট দল।



স্কাউটদের সালাম নিচ্ছেন সম্মানিত অতিথিবৃন্দ।

সহ-শিক্ষাক্রমিক কর্মসূচী :

- ক. লিখাপড়াকে আনন্দঘন করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম চালু আছে :-
ক. পাঠাগারে অধ্যয়ন, বক্তৃতা অনুশীলনের জন্য সাপ্তাহিক জলসা, সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা।
- খ. সম্ভ্রাহব্যাপী বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা।
- গ. জাতীয় ও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন।
- ঘ. শিক্ষা সফর ও বনভোজন।
- ঙ. সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, আরবি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দেয়াল পত্রিকা, কবিতাপত্র ও বার্ষিকী প্রকাশ এবং আলোচনা সভা ইত্যাদির আয়োজন করা।
- চ. সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণ।
- ছ. অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করা।
- জ. বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।
- ঝ. ছাত্রদের মাঝে প্রতিযোগিতামূলক পড়া-লেখার আগ্রহ জোরদার করার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ।
- ঞ. বৃক্ষরোপণ, সমাজসেবামূলক কাজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।
- ট. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা এবং গণিত মেলার আয়োজন।
- ড. আরবি ও ইংরেজী ভাষায় দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ল্যান্ডুয়েজ ল্যাব চালু করা।
- ঢ. বিভিন্ন দিবস কেন্দ্রীক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ও প্রীতি ম্যাচ।
- ণ. ছোটদের জন্য ক্লাস পার্টির আয়োজন।
- ত. কুরআন-হাদীস মুখস্থ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ।
- থ. কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা ও পুরস্কার প্রদান।

শ্রেণী কার্যক্রম ও ক্লাস সময় :

১. নূরানী শিশু শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সকাল ৮টায় উপস্থিত হয়ে সমাবেশে অংশ নিতে হয়।
২. নূরানী শিশু শ্রেণি থেকে ২য় শ্রেণির ক্লাস সময় : সকাল ৮:৩০ থেকে ১১:৩০ পর্যন্ত।
৩. ৩য় শ্রেণির ক্লাস সময় : সকাল ৮:৩০ থেকে ১২:৪৫ পর্যন্ত।
৪. ৪র্থ শ্রেণি থেকে আলিম ২য় বর্ষের ক্লাস সময় : সকাল ৮:৩০ থেকে ১:১৫ পর্যন্ত।
৫. ক্লাস শেষে ৩য় থেকে কামিল শ্রেণির ছাত্রদের মাদ্রাসা মসজিদে জামায়াতে জোহরের সালাত আদায় বাধ্যতামূলক।
৬. ক্লাসে ফাঁকি দিয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে বাইরে ঘুরাফেরা করার সুযোগ না পায় সে জন্য ক্লাসের ঘন্টা পড়ার সাথে সাথে গেইট বন্ধ করে দেয়া হয়। ক্লাস চলাকালীন অভিভাবকগণ অধ্যক্ষের বিশেষ অনুমতিক্রমে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন।
৭. ক্লাসেই নির্ধারিত পাঠ শিখিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়।
৮. দশম শ্রেণি পর্যন্ত ব্যক্তিগত ডায়েরি সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে।
৯. বাংলা, ইংরেজি ও আরবিতে হস্তাক্ষর সুন্দর করার উদ্যোগ গ্রহণ।

১০. ক্লাস টেস্ট, এসাইনমেন্ট, অ্যাপ্রিস পরীক্ষা ও অন্যান্য পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সিলেবাস শেষ করা।

১১. দুর্বল শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে তাদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ।

শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা :

২০২২ সালে নির্ধারিত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪০৪৫ জন। এর বাইরে স্টাফ লিড কম্পাউন্ডের বাইরে থাকা শিক্ষার্থীদের মোট ছাত্র-ছাত্রীর পরিমাণ প্রায় ৪,৫২০ জন। এ বিশাল ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠ দান করার জন্য নিয়োজিত আছেন সের্বিসন ডিভিশন প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষিকা।

কৃষি ও ইকোটেকনলজী শাখায় :	২০ জন
নার্সিং শাখায় (বালক) :	২৪ জন
নার্সিং শাখায় (বালিকা) :	১৬ জন
অলিম, ফাউন্ডাল ও কম্বিল শাখায় :	২০ জন

সর্বমোট : ৮০ জন।

এছাড়া আছেন একজন হিসাব রক্ষক, তিনজন অফিস সহকারী, একজন সান্ত্বনা ইনচার্জ, একজন কম্পিউটার অপারেটর, চারজন লিডন, তিনজন সিকিউরিটি গার্ড, ৫জন বার্ডার্ট, একজন অ্যাড ও সুইপার মিলে মোট ২০ জন অফিস স্টাফ।

আমাদের সাফল্য ও শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব :

আমাদের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বসমূহ নিম্নরূপ :-

- ১। ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়ার পৌরব অর্জন করে ও সরকার কর্তৃক সনদ লাভ করে।
- ২। ২০১৫ সালে জে.টি.সি, নার্সিং ও অলিম পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করার শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করে ও সনদ অর্জন করে।
- ৩। ২০১৪ ও ২০১৬ সালে সেকায়েপ কর্তৃক জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করে, সনদ অর্জন করে এবং ১ লক্ষ টাকা লাভ করে।
- ৪। আমাদের শিক্ষার্থীর প্রায় প্রতি বছরই উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে পুরস্কৃত হচ্ছে।
- ৫। ২০১৭ সালে বিদ্যুৎ সমস্যার উপর জাতীয় পর্যায়ে 'জ্বালানী নিরাপত্তায় বিশ্বব্যাপী কলার ভূমিকা' শীর্ষক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বর্ণপদক লাভ করে অলিম শ্রেণির ছাত্র সালেহ উদ্দিন সিফাত।
- ৬। ২০১৮ সালে জাতীয় পর্যায়ে "Renewable Energy, Energy Efficiency & Energy Conservation" বিষয়ক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মানীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত কর্তৃক পুরস্কৃত হয় একই শিক্ষার্থী সালেহ উদ্দিন সিফাত।

প্রসপেকটাস

- ৭। ২০১৮ সালে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রাম বিভাগীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে 'মাউশি'র পরিচালক কর্তৃক পুরস্কৃত হয়ে জাতীয় পর্যায়ে চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিনিধিত্ব করে সফল।
- ৮। আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রতিবছরই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বৃত্তিসহ চান্স পাচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় উল্লেখযোগ্য দেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে কমবেশ আমাদের সাবেক শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়নরত আছে। তাদের অনেকে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল করে কর্ম জীবনে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছে।

পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল :

আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদরাসা ফেনী প্রতি বছর পাবলিক পরীক্ষায় ধারাবাহিকভাবে ভাল ফলাফল করে আসছে। বিগত ৩ বছরের পাবলিক পরীক্ষা ফলাফল উল্লেখ করা হলো :

পরীক্ষার নাম	বছর	মোট শিক্ষার্থী	জিপিএ ৫.০০	পাশের হার
□ জেডিসি পরীক্ষা	২০১৮	১৭৭	২২	১০০%
	২০১৯	১৮৮	২৩	১০০%
□ দাখিল পরীক্ষা	২০২০	২৪৭	৬২	১০০%
	২০২১	২৪৩	৭৪	৯৯.৫৯%
	২০২২	২৪৭	১১৭	৯৭.৫৭%
□ আলিম পরীক্ষা	২০১৯	২৩০	৩০	১০০%
	২০২০	২৪৩	৩১	১০০%
	২০২১	৩০৮	৪৪	৯৯.৩৫%
□ এছাড়া জাতীয়ভাবে ২০১১ সালে ইবতেদায়ীতে ১১শ, জেডিসিতে ৩য়				
□ দাখিলে ২০০৬ সালে ৩য়, ২০০৭ সালে ৮ম, ২০০৮ সালে ১০ম, ২০০৯ সালে ৪র্থ, ২০১০ সালে ১০ম, ২০১১ সালে ১৬শ, ২০১২ সালে ১৪শ				
□ আলিমে ২০১০ সালে ৪র্থ, ২০১১ সালে ১০ম, ২০১২ সালে ১৪শ এবং				
□ ২০১০ সালে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনে ফাযিল ১ম বর্ষে ২য়, ২য় বর্ষে প্রথম স্থান ও ফাযিল ৩য় বর্ষে ৩য় স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে।				

বৃত্তি অর্জন :

আমাদের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে সরকারি টেলেন্টফুল ও সাধারণ বৃত্তি লাভ করার গৌরব অর্জন করে। দাখিলে ২০২২ সালে ৩১জন শিক্ষার্থী বৃত্তি লাভ করেছে। ২০২২ সালে বৃত্তিধারী শিক্ষার্থী ছিল ৫৬৮ জন। যাদের টিউশন ফি ১০০% ফ্রি। বৃত্তি ঘোষণার মাস থেকে টিউশন ফি ফ্রি করে দেয়া হয়।

পরীক্ষা পদ্ধতি :

শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলো চালু আছে। এছাড়া কারিকুলাম মোতাবেক কিছু বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন অব্যাহত আছে।

ক) ক্লাস টেস্ট

খ) মধ্যপর্ব পরীক্ষা

গ) সাময়িক / অর্ধ-বার্ষিক / প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষা

ঘ) নির্বাচনী / বার্ষিক পরীক্ষা

ঙ) দাখিল ও অনিম পরীক্ষার্থীদের মডেল টেস্ট।

চ) কামিল শ্রেণিতে এসাইনমেন্ট।

মধ্যপর্ব, সাময়িক পরীক্ষা ও বার্ষিক পরীক্ষা সিলেবাসের আলোকে অনুষ্ঠিত হয়।

মূল্যায়ন পদ্ধতি :

সকল শ্রেণিতে আধুনিক শ্রেণি পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয়। তবে অনিম পর্যন্ত বোর্ডের নিয়ম এবং ফায়ল ও কামিল শ্রেণিতে ইসলামি আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় বোর্ডের নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়:-

Letter Grade	Class Interval	Grade Poin
A+	80 - 100	5.00
A	70 - 79	4.00
A-	60 - 69	3.50
B	50 - 59	3.00
C	40 - 49	2.00
D	33 - 39	1.00
F	01 - 32	Fail

আমল-আখলাক ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম মূল্যায়ন :

১। নিয়মিত উপস্থিতি -	১০
২। আদব-কায়দা ও নিয়ম-শৃঙ্খলা -	১০
৩। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও ইউনিফর্ম -	১০
৪। সালাত/ সালাতের ব্যবহারিক নিয়ম/ আদইয়ায়ে মাসনুনাহ -	১০
৫। কুরআন তেলাওয়াত/ আযান/ সূরা মুখস্থ/ আয়াত মুখস্থ/ হাদীস মুখস্থ -	১০
৬। হামদ/ না'ত/ ইসলামি সংগীত/ ভাটিয়ালী/ দেশাত্ববোধক গান ইত্যাদি -	১০
৭। ছড়া বা কবিতা আবৃত্তি/ ছড়া-কবিতা লেখা/ গল্প লেখা -	১০
৮। পিটি/ ফ্লাউটিং/ খেলাধুলা -	১০
৯। আরবীতে কথোপকথন -	১০
১০। Spoken English (ইংরেজীতে কথোপকথন)-	১০

সর্বমোট = ১০০

ফলাফল তৈরির নিয়ম :

শ্রেণি পদ্ধতি অনুসরণ করে ফলাফল তৈরি করা হয়। একই জিপিএ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বেশি নম্বরের ভিত্তিতে মেধাস্থান নির্ধারণ করা হয়। জিপিও এবং নম্বর যদি সমান হয় তখন গণিতে বেশি নম্বর প্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। গণিতে উভয়ে সমান নম্বর পেলে আরবি, আরবিতে সমান পেলে ইংরেজি এবং ইংরেজিতে সমান পেলে বিজ্ঞানে বেশি নম্বর প্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে মেধাস্থানের তৈরিতে

এসপেবটাস

অগ্রাধিকার দেয়া হয়। আমাদের সকল পরীক্ষার ফলাফল কাস্টমাইজ সফটওয়্যার নিয়ন্ত্রিত। সফটওয়্যার তৈরিকালে এসব লজিক্যাল বিষয় সেট করে দেয়া হয়েছে।

প্রবেশ রিপোর্ট :

প্রত্যেক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর ছাত্র-ছাত্রীকে এক কপি প্রবেশ রিপোর্ট দেয়া হয়। অভিভাবকগণ ইচ্ছা করলে তা দেখতে পারেন। এছাড়া অভিভাবকগণ মাদ্রাসার ওয়েবসাইট falahiafeni.edu.bd তে লগইন করে স্টুডেন্ট পোর্টালে ঢুকে শিক্ষার্থীর স্টুডেন্ট আইডি ও পাসওয়ার্ড 123 দিয়ে নিজ নিজ সন্তান বা পোষ্যের প্রবেশ রিপোর্ট চাইতে পারেন।

মিজব সরঞ্জামাদি :

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| ক) স্টুডেন্ট ডায়েরী | খ) এসপেবটাস বা পরিচিতি |
| গ) সিলেবাস বই। | ঘ) পরিচয় পত্র (স্টুডেন্ট আইডি কার্ড) |
| ঙ) একাডেমিক ক্যালেন্ডার। | চ) খাতা |

আবাসিক সংক্রান্ত

ছাত্রাবাস ও এর বৈশিষ্ট্যাবলী :

- ☐ মাদ্রাসা ক্যাম্পাসে ছয়তলা ভবনের ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ তলায় অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে নিরাপদ বেস্টনীর মধ্যে ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা।
- ☐ ৩য় থেকে ১০ শ্রেণির ভর্তিকৃত ছাত্রদের জন্য আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে আবাসিকে আসন বরাদ্দ দেয়া হয়।
- ☐ ক্যাম্পাস মসজিদে নিয়মিত জামায়াতে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা।
- ☐ শিক্ষকদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান।
- ☐ পিতৃ-মাতৃ ও অভিভাবকসুলভ তদারকীর মাধ্যমে স্নেহ মমত্ববোধের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাহচর্য দান ও তাদের সুগুণ প্রতিভা বিকাশে সহযোগিতার ব্যবস্থা।
- ☐ রুটিন মোতাবেক তিন বেলা উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশন।
- ☐ জরুরী স্বাস্থ্য সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে মাঝে মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মটিবেশনমূলক প্রোগ্রাম।
- ☐ সকাল-সন্ধ্যা আবাসিক ক্লাসের ব্যবস্থা। হোমওয়ার্ক সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সরাসরি তদারকি।
- ☐ অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন এবং যাবতীয় কার্যক্রম সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়ার জন্য একজন হোস্টেল সুপার, খাবারের সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য একজন ডাইনিং সুপার এবং শিক্ষা ও আখলাকে হাসানাহ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আবাসিক শিক্ষক নিয়োজিত আছেন।

ভর্তি :

সাধারণত জানুয়ারি মাসে আসন খালি থাকলে আবাসিকে মেধাভিত্তিক ছাত্র ভর্তি করা হয়। এ ক্ষেত্রে আবাসিক ভর্তি ফরম সংগ্রহ করে হোস্টেল সুপারের নিকট জমা দিতে হয়। ছাত্রাবাসে ভর্তি কমিটির সুপারিশক্রমে মাদ্রাসা অধ্যক্ষের অনুমোদন

এসপেকটাস

মাসেপক্ষে ছাত্র ভর্তি করা হয়। তার শ্রেণির নীচে কোন ছাত্র ভর্তি করা হয় না।

আবাসিক ফি সমূহ নিম্নরূপঃ

এককালীন (আবাসিক) -	১,০০০/-
জামানত (হোস্টেল ত্যাগকালীন ফেরতযোগ্য) -	৩,০০০/-
ভর্তি ফি -	১,০০০/-
ডাইনিং চার্জ ও আবাসিক চার্জ -	৫,০০০/-
সর্বমোট -	১০,০০০/-

বিঃ দ্রঃ- ভর্তির সময় ১০,০০০/- জমা দিতে হয়। পরবর্তীতে প্রতি মাসের আবাসিক ও ডাইনিং চার্জ ঐ মাসের ৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়। দ্রব্য মূল্যের অস্থিতিশীলতার কারণে এ চার্জ পরিবর্তন করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

আবাসিকের দৈনন্দিন কার্যক্রম :

আজানের পূর্বে শয্যা ত্যাগের পর থেকে রাতে ঘুমানোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত একজন আবাসিক ছাত্রকে স্থায়ী কর্মসূচী পালন করতে হয়। এ ছাড়া আরো কিছু আবাসিক নিয়ম-নীতি আছে, যা প্রত্যেক ছাত্রের জন্য মেনে চলা বাধ্যতামূলক। ভর্তিকৃত ছাত্রকে সময়সূচী ও নিয়ম-নীতির ছাপানো কপি সরবরাহ করা হয়। এর উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নরূপ:-

- ক) আজানের পূর্বে শয্যা ত্যাগ ও তাহারাত শেষে জামায়াতের সাথে সালাতুল ফজর আদায়। তারপর ৩০ মিনিট সহীহ কোরআন তিলাওয়াত শিক্ষা শেষে ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট আবাসিক ক্লাস।
- খ) এসেম্বলীতে অংশগ্রহণ ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্লাসে হাজির থাকা।
- গ) বিশ্রাম, হাতের লিখা ও ব্যক্তিগত অধ্যয়ন আছরের আজানের ৩০ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত।
- ঘ) সালাতুল আছর শেষে খেলাধুলা।
- ঙ) মাগরিবের নামাজ শেষে ১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট আবাসিক ক্লাস।
- চ) রাত ১১টা পর্যন্ত ব্যক্তিগত পড়ালেখা। (ঋতুভেদে এ সময় পারবর্তন হয়)

খাবার :

- সকালের খাবার : সাধারণত সকাল ৭টা থেকে ৮টা।
- দুপুরের খাবার : দুপুর ২টা থেকে ৩টা।
- রাতের খাবার : এশার নামাজের পর থেকে ১০টা।
- খাবার ম্যানু ডাইনিং সুপারের নিকট থেকে জানা যায়।

তারবিয়াত :

প্রতি বৃহস্পতিবার বাদ ফজর মসজিদে ছাত্রদের নিয়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আবাসিক শিক্ষকগণ উপস্থিত থাকেন। বিগত সপ্তাহের ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় হেদায়াত দান করা হয়। এ ক্ষেত্রে কোরআন, হাদিস, সাহাবায়ে কেরাম ও মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী আলোচনার মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে মহৎ

গুণাবলী সৃষ্টির জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়।

বিনোদন :

- প্রতিদিন বিকেলে আসরের পর ঋতু, পরিবেশের আলোকে ইনডোর ও আউটডোর খেলাধুলার ব্যবস্থা।
- বার্ষিক শিক্ষা সফরের আয়োজন।
- বিভিন্ন ইসলামি দিবস উদযাপন, ইফতার মাহফিল ও বার্ষিক ভোজের আয়োজন।

পাঠ প্রযুক্তি ও তত্ত্বাবধান :

ছাত্রদের দৈনন্দিন পাঠ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আবাসিক ক্লাস ছাড়াও আবাসিক শিক্ষকগণ প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেন। এ ছাড়া রুমে রুমে ছাত্রদের তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে শিক্ষক নিয়োজিত আছেন।

যৌথ কাজ :

নিজের কাজ নিজে করি মনোবৃত্তি জাগ্রত করার লক্ষ্যে প্রতি জুমাবার পরিষ্কার-পরিন্নতার অভিযানে ছাত্ররা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। এছাড়া মাদরাসা মাঠে সবজি চাষ, বৃক্ষ রোপন ও বাগান করা ইত্যাদি কার্যক্রমে আগ্রহীরা অংশ গ্রহণ করে থাকে।

আবাসিক নীতিমালা :

- ক. অভিভাবকগণ দীর্ঘ বন্ধের পর বা বাড়িতে ছুটিতে গেলে খোলার তারিখের আগের দিন বিকেলে ছাত্রদেরকে অবশ্যই হোস্টেলে প্রেরণ করবেন।
- খ. কোন ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করলে বা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত হোস্টেল ত্যাগ করলে বা দীর্ঘ সময় হোস্টেলে অনুপস্থিত থাকলে, যথাসময়ে হোস্টেলে উপস্থিত না হলে এবং আবাসিকের পাওনা যথাসময়ে পরিশোধ না করলে সিট বাতিলের বিধান চালু আছে।
- গ. যথাসময়ে হোস্টেলে উপস্থিত না হলে সিট পরিবর্তন করা হয়।
- ঘ. যে ছাত্রকে যেখানে সীট বরাদ্দ দেয়া হয় সেখান থেকে স্থানান্তরের কোন সুপারিশ গ্রহণযোগ্য নয়। এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়।
- ঙ. বছরের মাঝামাঝি কোন ছাত্র হোস্টেল ত্যাগ করতে হলে ডিসেম্বর পর্যন্ত আবাসিক চার্জ পরিশোধ করতে হয়। হোস্টেল ত্যাগের সময় অধ্যক্ষ বরাবর আবেদনের মাধ্যমে অভিভাবকগণ জামানতের টাকা উত্তোলন করে নিতে পারেন।
- চ. অভিভাবকের সম্মতির প্রেক্ষিতে হোস্টেল ত্যাগের অনুমতি দেয়া হয়।
- ছ. আবাসিক ছাত্রদের হোস্টেল থেকে ছুটির জন্য একটি কার্ড আছে। কার্ডে ছুটি অনুমোদন করে নিতে হয়। ছুটি শেষে উক্ত কার্ডে অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে এসে হোস্টেল সুপারকে অবহিত করতে হয়।
- জ. আবাসিক ছাত্রদের জন্য পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক।
- ঝ. কোন ছাত্রের বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনকে হোস্টেলে রাত্রি যাপনের সুযোগ দেয়া হয় না।
- ঞ. কোন ছাত্রকে আবাসিকে মোবাইল ব্যবহার করতে দেয়া হয় না।

শিক্ষার্থীদের জন্য পালনীয় ৪

০১. ক্লাস শুরু কর কমপক্ষে ২০ মিনিট আগে শ্রেণিকক্ষে হাজির হতে হবে এবং বই-ব্যাগ ক্লাসে রেখে সমাবেশে অংশ গ্রহণ করতে হবে।
০২. মাদরাসা ক্যাম্পাস সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখতে সকল শিক্ষার্থীকে আন্তরিক হতে হবে।
০৩. কাগজ বা ময়লা যেখানে সেখানে ফেলা যাবে না, ডাস্টবিনে ফেলতে হবে।
০৪. যেখানে সেখানে শ্লেষা, থুথু, কফ ফেলা যাবে না।
০৫. ফুলের টবের পাতা ও বাগানের ফুল ছেঁড়া যাবে না।
০৬. কলম, পেন্সিল, চক, ইট, রং ইত্যাদি দিয়ে দেয়ালে, টেবিলে, টয়লেটে কোন কিছু লেখা বা আঁকা যাবে না।
০৭. দেয়ালে পোস্টার, নোটিশ, বিজ্ঞাপন লাগানো যাবে না।
০৮. বৈদ্যুতিক সুইচ, ফ্যান, লাইট, টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চসহ মাদরাসার কোন সম্পদ নষ্ট করা যাবে না।
০৯. অনুমতি ব্যতীত বেঞ্চ, চেয়ার ইত্যাদি এক শ্রেণি থেকে আরেক শ্রেণিতে নেয়া যাবে না।
১০. ইউনিফর্ম ও আইডি কার্ড নিয়ে মাদরাসায় আসতে হবে।
১১. ক্লাস চলাকালীন অভিভাবক, দর্শনার্থী শ্রেণিকক্ষে যাওয়া নিষেধ। বাসায় গিয়ে এ বিষয়টি অভিভাবকদেরকে জানিয়ে দিতে হবে।
১২. ক্লাস চলাকালীন নাস্তা, পানি পান করা, ডাক্তার দেখানো, অভিভাবকের সাথে সাক্ষাৎ ইত্যাদি কোন অজুহাতে শ্রেণিকক্ষ থেকে বের হওয়া যাবে না।
১৩. পিরিয়ড শেষে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষ থেকে বের হওয়ার পর ছাত্র-ছাত্রীগণ শ্রেণিকক্ষে অবস্থান করতে হবে।
১৪. মাদরাসায় অনুপস্থিত থাকা যাবে না। ছুটি ব্যতীত অনুপস্থিত থাকলে দৈনিক ৫০/- টাকা জরিমানা দিতে হবে।
১৫. আংশিক ক্লাস করে পলায়ন করা যাবে না। এরূপ অপরাধের জন্য দৈনিক ১০০/- টাকা হারে জরিমানা দিতে হবে। এ ধরনের অপরাধ ৫দিন করলে বহিষ্কার করা হবে।
১৬. ক্লাস চলাকালীন কয়েক পিরিয়ড থেকে বিশেষ প্রয়োজনে ছুটি নিতে হলে ডায়েরীতে নোট করে শ্রেণি শিক্ষক থেকে ছুটি নিতে হবে এবং অনুমোদিত দরখাস্ত/ নোট গেইটে সিকিউরিটি গার্ডকে দেখাতে হবে।
১৭. শিশু শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য স্টুডেন্ট ডায়েরী ব্যবহার বাধ্যতামূলক। তা প্রতিদিন আনতে হবে, পাঠ নোট করতে হবে, ছুটিসহ দৈনন্দিন কাজের হিসাব শ্রেণি শিক্ষক/ বিষয় শিক্ষক চাইলে দেখাতে হবে। ডায়েরীতে প্রদত্ত নির্দেশনা পালন করতে হবে।
১৮. শিক্ষার্থীদের জন্য মাদরাসা ক্যাম্পাসে মোবাইল, বিশেষ করে টাচ মোবাইল ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোন শিক্ষার্থীর কাছে টাচ মোবাইল পাওয়া গেলে তাকে মাদরাসা থেকে বহিষ্কার করা হবে।
১৯. শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালীন হৈ চৈ করা, সমন্বরে আওয়াজ করা, টেবিল চাপড়িয়ে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করা যাবে না।

২০. জোহরের সালাত জামায়াতের সাথে আদায় করে ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে হবে।
২১. শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ প্রতিভা অনুযায়ী সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে হবে। এসব কাজের জন্য আমল-আখলাক বিষয়ে নম্বর বরাদ্দ আছে।
২২. ক্লাস চলাকালীন কোন শিক্ষার্থী হোস্টেল বা মেসে যাওয়া ও অবস্থান করা নিষেধ।
২৩. উত্তর পাশের প্রশাসনিক বিল্ডিং এর নিচতলার টয়লেট ছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট। সেখানে ছাত্রদের যাওয়া নিষেধ।
২৪. টিউটোরিয়ালসহ সকল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। কোন পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ না করলে, অংশ নিয়ে ফেল করলে, নকল করলে, উত্তরপত্র জমা না দিয়ে নিয়ে গেলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষা বর্ষের শুরু থেকেই সচেতন হতে হবে।
২৫. মাদরাসার যাবতীয় কার্যক্রম অন-লাইনে চলেছে। তাই মাদরাসা থেকে প্রদত্ত স্টুডেন্ট আইডি কার্ডটি হারানো যাবে না। বেতন, ফি ইত্যাদি দেয়ার সময় আইডি কার্ডখানা সঙ্গে আনতে হবে। মাদরাসা থেকে দেয়া রশিদসহ যাবতীয় ডকুমেন্ট ভর্তি ফরমের সাথে দেয়া বড় খামে সংরক্ষণ করতে হবে।
২৬. নিয়মিত ফরজ ওয়াজিবসহ শরীয়ত নির্দেশিত হুকুম-আহকাম মেনে চলতে হবে।
২৭. শিক্ষক গুরুজনসহ বড়দের সালাম দিতে হবে এবং শ্রদ্ধা করতে হবে। ছোটদের স্নেহ করতে হবে। ক্যাম্পাস বা মাদরাসায় আসা যাওয়ার পথে কোন ধরনের ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া যাবে না।
২৮. দেশ-জাতি বা মুসলিম উম্মাহর বা নিজের ক্ষতি হয় বা শৃঙ্খলা নষ্ট হয় এমন ধরনের সকল প্রকার কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে হবে।
২৯. ইভটিজিংসহ সকল অসামাজিক ও কুসংস্কারমূলক কাজ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে হবে।
৩০. দাঙ্গা হাঙ্গামামূলক কাজে জড়ানো যাবে না। সকলের সাথে মিলেমিশে মাদরাসায় শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা করতে হবে এবং সব সময় সকলের সাথে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে হবে ও প্রদর্শন করতে হবে।
৩১. বড় বড় চুল, ফ্যাশনেবল কাটিং চুল রাখা নিষেধ।
৩২. ফ্যাশনেবল ড্রেস পরে ক্যাম্পাসে আসা নিষেধ। ছাত্রীদেরকে শরয়ী পর্দা অনুসরণ করতে হবে।
৩৩. আপন বোন হলেও ক্যাম্পাসে বা আসা যাওয়ার পথে কোন ছাত্র-ছাত্রীর পরস্পর কথা বলা, মোবাইল ফোন আদান-প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ইবতেদায়ী শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য আরো পালনীয় :

৩৩. ক্লাসে আসার সময় নাস্তা খেয়ে বা টিফিন ও পানি নিয়ে আসতে হবে।
৩৪. কোন শিক্ষার্থীর সাথে ঝগড়া করা যাবে না, গালি দেয়া যাবে না, খারাপ কথা বলা যাবে না। কেউ এগুলো করলে তার ব্যাপারে শিক্ষকের নিকট নালিশ করতে হবে, নিজে তাকে মন্দ কথা বলবে না।
৩৫. বিনা অনুমতিতে অন্য শিক্ষার্থীর ব্যাগ খোলা যাবে না, টিফিন বস্ত্র খোলা যাবে না, খাতা কলম, পেন্সিল কাটার নেয়া/ ধরা যাবে না।
৩৬. মা বাবা বা শিক্ষককে জানানো ব্যতীত ক্লাস থেকে কোন ছাত্র-ছাত্রী অপর শিক্ষার্থী বা

বন্ধুর বাসায় যাওয়া যাবে না। পথে ঘাটে কারো দেয়া কোন খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করা বা খাওয়া যাবে না।

সম্মানিত অভিভাবকদের করণীয়

ছাত্রদের সুন্দর জীবন গড়ার লক্ষ্যে এবং মাদরাসার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য সম্মানিত অভিভাবকদের সুদৃষ্টি কামনা করছি:

১. ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত ভোরে শয্যা ত্যাগের অভ্যাস করাবেন।
২. প্রাপ্ত বয়স্কদের নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের তাগিদ দিবেন।
৩. সকল অবস্থায় ও পরিবেশে সত্য কথা বলার অভ্যাস সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ দিবেন।
৪. সালাম দেয়ার অভ্যাস সৃষ্টির জন্য নিয়মিত পরামর্শ দিবেন।
৫. নির্ধারিত ইউনিফর্মসহ মাদরাসায় প্রেরণ করবেন।
৬. পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য তাগিদ দিবেন।
৭. পড়ার টেবিল, জামা-কাপড় এবং শয়ন কক্ষের সবকিছু গুছিয়ে রাখার দিকে দৃষ্টি রাখবেন।
৮. খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, উঠা-বসা, আচার-আচরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলামি নিয়ম মেনে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন।
৯. নিয়মিত দাঁত পরিষ্কার রাখা, নখ ও চুল কাটার জন্য অভ্যাস সৃষ্টি করবেন।
১০. বড়দের সম্মান, ছোটদের স্নেহ করা ও সকলের সাথে ভাল আচরণ করার প্রশিক্ষণ দিবেন।
১১. সব সময় ভাল, সং চরিত্রবান শিক্ষার্থীদের সাথে চলাফেরা ও খেলাধুলার জন্য পরামর্শ দিবেন এবং তাদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।
১২. সন্ধ্যার সাথে সাথে পড়তে বসাবেন এবং কমপক্ষে ১০টা/ ১০.৩০টা পর্যন্ত পড়তে বাধ্য করবেন।
১৩. মাদরাসায় নিয়মিত উপস্থিত থাকার প্রতি কড়া নজর রাখবেন এবং শ্রেণি কার্যক্রম চলার তারিখগুলোতে আপনার প্রিয় সন্তানকে অন্যত্র বেড়াতে পাঠাবেন না।
১৪. দীর্ঘ বন্ধের সময় বাড়িতে পূর্বপাঠগুলো পুনরায় পড়ার জন্য তাগিদ দিবেন।
১৫. পড়ার টেবিলে, বইয়ের তাকে বা শয়ন কক্ষে কোন অশ্লীল বই-পুস্তক, ছবি বা পত্র-পত্রিকা থাকে কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন এবং কোন অবস্থাতেই এ ধরনের বই বা পত্রিকা পড়তে দিবেন না।
১৬. সম্মানিত অভিভাবকগণ আপনার সন্তানের সুস্থাস্থ্যের বিষয়ে সচেতন থাকবেন। বাজারের কৃত্রিম খাবার স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ায় বিধায় বাসায় তৈরি খাবার দিয়েই পাঠাবেন। আপনার সন্তানকে বাসায় তৈরি খাবার খেতে উৎসাহিত করবেন।
১৭. মাদরাসার পাওনাদি প্রতি মাসে নির্ধারিত তারিখে পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন। এতে আপনার উপর অর্থনৈতিক চাপ কম থাকবে, আমাদেরও মাদারাসা পরিচালনায় সুবিধা হবে।
১৮. প্রতিষ্ঠানের কোন কার্যক্রমের ব্যাপারে অভিযোগ থাকলে তা চিঠি লিখে বা সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে জানাতে ভুলবেন না।

পরিশেষে সম্মানিত অভিভাবকদের প্রতি আমাদের আবেদন এই যে, আমাদের ভাল কাজগুলো অন্য অভিভাবকদের জানাবেন এবং ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোর ব্যাপারে সময়মত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

আল্লাহ আমাদেরকে ইলমে দ্বীনের যথাযথ খেদমত করার তাওফীক দিন। আমীন ॥

ফারুক আহমাদ

অধ্যক্ষ

আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদরাসা ফেনী।



অভিভাবক ও ছাত্র সমাবেশে আগত প্রধান অতিথি জেলা পুলিশ সুপার জাহিদ হাসানকে ফ্রেস্ট দিয়ে সম্মাননা প্রদান করছেন গভর্ণিং বডির সভাপতি আলহাজ্ব হারুন অর রশিদ মজুমদার



বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৩ উদ্বোধন করছেন জেলা শিক্ষা অফিসার জনাব মোঃ সফি উল্লাহ



প্রশাসনিক ভবন



একাডেমিক ভবন



বার্ষিক ক্রীড়া ও সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৩ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিতির একাংশ



বার্ষিক ক্রীড়া ও সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৩ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সালাম গ্রহণ করছেন প্রধান অতিথি জেলা শিক্ষা অধিকারীর জনাব সাকি উল্লাহ সহ অতিথিবৃন্দ